॥ তাল ॥

ছন্দোবদ্ধ কয়েকটি মাত্রার সমষ্টিকে তাল বলা হয়।

"তকারঃ শঙ্করঃ প্রোক্তো লকারঃ পার্বতী স্মৃতা।
শিবশক্তি সমাযোগাত্তাল ইত্যভিধীয়তে ॥"

শঙ্করের তাণ্ডব নৃত্যের আদি অক্ষর 'তকার' এবং পার্বতীর লাস্য নৃত্যের আদি অক্ষর 'লকার' সহযোগে তাল শব্দটি উৎপন্ন হয়। সঙ্গীতকে বিভিন্ন প্রকার সুললিত ছন্দে বদ্ধ করিয়া মনোমুগ্ধকর করিবার উদ্দেশ্যে ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, চৌতাল, একতাল প্রভৃতি তালের সৃষ্টি হইয়াছে। তাল সাধারণতঃ দুই প্রকার। যথা ঃ সমপদী তাল ও বিষমপদী তাল।

সমপদী তাল ঃ সমান সমান মাত্রায় বিভক্ত তালকে সমমাত্রিক বা সমপদী তাল কহে। যেমন—ত্রিতাল, চৌতাল, কাহারবা ইত্যাদি।

বিষমপদী তাল ঃ যে তালের প্রতি বিভাগে সমান সংখ্যক মাত্রা থাকে না তাহাকে বিষমপদী তাল বলা হয়। যেমন—ধামার, ঝাঁপতাল, তীব্রা, রূপক ইত্যাদি।

॥ বোল ॥

মৃদঙ্গ, তবলা ও বাঁয়ার নির্দিষ্ট বর্ণ বা বাণীগুলির বিভিন্ন প্রকার মিশ্রণে নির্মিত বন্দিশকে **বোল** কহে। যেমন—ধাতির কিটতক ; কতির কিটধা ; তিটকত গদিগিন ইত্যাদি।

॥ ঠেকা ॥

(তবলার ভাষাকে ঠেকা বলা হয় অর্থাৎ যে বর্ণ বা বাণীগুলির সাহায্যে তালের মাত্রা, বিভাগ, সম্, তালি, খালি ইত্যাদি প্রমাণিত করিয়া তবলায় বিভিন্ন তাল বাজান হয় তাহাকেই **ঠেকা** কহে। ঠেকার মাধ্যমে তালের স্বতন্ত্র রূপ বিকশিত হয়। যেমন - দাদরা তালের ঠেকা— ধা ধি না । না তি না ।)

॥ বিভাগ ॥

(প্রতিটি তালের মাত্রা সমষ্টিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। তালের এই ভাগকে **বিভাগ** বলা হয়।) যেমন ত্রিতাল ১৬ মাত্রার তাল। ইহাকে সমান চারিটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এই চারিটি ভাগের প্রতিটি ভাগকে এক একটি বিভাগ কহে।

Indian scanner app

॥ সম্ ॥

তালের প্রথম মাত্রাকে সম্ বা প্রথম তাল বলা হয়, অর্থাৎ যে নির্দিষ্ট মাত্রা হইতে তাল প্রথম আরম্ভ করা হয় তাহাকেই সম্ কহে। গান বা গত যে কোন মাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া এই সমে আসিয়া শেষ করিতে হয় এবং তাল সম্ হইতে আরম্ভ করিয়া আবার সমে আসিয়া শেষ করিতে হয়। তাললিপিতে তালের প্রথম মাত্রার উপরে কিম্বা নীচে "×" এইরূপ ক্রস্ চিহ্ন দ্বারা সম্ বুঝান হয়।

॥ তালি বা ভরি ॥

তাল বিভাগ দেখাইবার সময় দুই হাতের তালু দ্বারা যে বিভাগগুলিতে তালি দেওয়া হয় তাহাকে **তালি বা ভরি** বলা হয়। যেমন ত্রিতাল-এর ক্ষেত্রে প্রথম, পঞ্চম ও ত্রয়োদশ মাত্রা হাতে তালি দিয়া দেখান হয়। তাললিপিতে তালির চিহ্ন "২,৩,৪" ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা বুঝান হয়।

॥ খালি বা ফাঁক ॥

তাল বিভাগ দেখাইবার সময় যে বিভাগগুলিতে তালি দেওয়া হয় না, অর্থাৎ বিরতিবোধক অনাঘাত থাকে তাহাকে **খালি বা ফাঁক** বলা হয়। যেমন ত্রিতালের নবম মাত্রায় হাতে তালি না দিয়া কেবল হাত দুলাইয়া খালি দেখান হয়। তাললিপিতে খালির চিহ্ন "০" এইরূপ শূন্য দ্বারা বুঝান হয়।

॥ আবর্তন ॥

তালের সম্ হইতে পরের সম্ পর্যন্ত একবার পরিক্রমা করাকে আবর্তন কহে, অর্থাৎ তালের পূর্ণ এক চক্রের নাম **আবর্তন**। যেমন কাহারবা আট মাত্রার তাল। ইহাকে প্রথম মাত্রা হইতে অষ্টম মাত্রা পর্যন্ত একবার বাজাইলে এক আবর্তন। এইরূপে দুইবার, তিনবার, চারিবার যত বার বাজান হইবে তত আবর্তন হিসাবে পরিগণিত হইবে।

Indian scanner app

॥ কায়দা ॥

কায়দা তবলার অতি প্রচলিত শব্দ। তালের তালি, খালি ও বিভাগ অনুসারে কায়দার রচনা হইয়া থাকে। কোন নির্দিষ্ট তালের মাত্রা, তালি, খালি ইত্যাদির কোনরূপ পরিবর্তন না করিয়া যে বর্ণসমষ্টি এক, দুই বা তিন আবর্তনে উলট-পালট করিয়া বাজান যায় এইরূপ বন্দিশকে কায়দা বলা হয়। কায়দার দুইটি ভাগ থাকে, যেমন প্রথম ভাগ মুদি বা ভরি ও দ্বিতীয় ভাগ খুলি বা খালি। প্রথম শিক্ষার্থী কায়দা দ্বারা হস্তসাধনা করিলে তাহাতে হাতের কায়দা আসিয়া যায় এবং স্বতন্ত্র বাদন ও সঙ্গত করিবার বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে। কায়দা ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, একতাল ইত্যাদি তালে বাজান হইয়া থাকে। যেমন ত্রিতালের একটি কায়দা—

ধাতেরে	কেটেধা	গেনা	তেটে	|	ঘেনা	ধাগ	থুনা	কেনা |
×					২			
তাতেরে	কেটেতা	কেনা	তেটে	|	ঘেনা	ধাগ	ধিনা	গেনা |
০					৩			

॥ পাল্টা বা বিস্তার ॥

কায়দার বিস্তারকে পাল্টা বলা হয়। কায়দার প্রযুক্ত নির্দিষ্ট বাণীগুলিকে বিভিন্ন প্রকার উলট-পালট করিয়া বাজাইলে যে মনোরম বন্দিশের সৃষ্টি হয় তাহাকে পাল্টা বা বিস্তার বলা হয়। কায়দার মত পাল্টাতেও তালি, খালি ঠিক রাখা প্রয়োজন। উপরিলিখিত কায়দাটির পাল্টা নিম্নরূপ—

ধাতেরে	কেটেধা	গেনা,	ধাতেরে	|	কেটেধা	গেনা,	ধিনা	গেনা |
×					২			
ধাতেরে	কেটেধা	গেনা	তেটে	|	ঘেনা	ধাগ	থুনা	কেনা |
০					৩			
তাতেরে	কেটেতা	কেনা,	তাতেরে	|	কেটেতা	কেনা,	তিনা	কেনা |
×					২			
ধাতেরে	কেটেধা	গেনা	তেটে	|	ঘেনা	ধাগ	ধিনা	গেনা |
০					৩			

Indian scanner app

॥ টুকড়া ॥

টুকড়া শব্দটির ব্যাপক অর্থ হইল, যে বোলসমূহ গৎ, পরণের মত বড় ও জোরদার নয় এবং কায়দার মত পাল্টা বা বিস্তার করা যায় না এইরূপ বন্দিশকে টুকড়া বলা হয়। কণ্ঠসঙ্গীতে যেমন তান, তন্ত্রবাদ্যে যেমন তোড়া সেইরূপ তবলাতে টুকড়ার প্রয়োগ হইয়া থাকে। মহড়া, মুখড়া, গৎ, পরন ইত্যাদি সবই একপ্রকার টুকড়া। টুকড়াতে বোল, লয়কারী, তালের রূপ ইত্যাদির কোন বন্ধন থাকে না। টুকড়া এক হইতে তিন আবর্তন পর্যন্ত হইতে পারে। ইহা তেহাইযুক্ত ও তেহাইবিহীন হইতে পারে। সম হইতে ত্রিতালের একটি ১৬ মাত্রার তেহাইযুক্ত টুকড়া এইরূপ–

ধেটেধেটে তাগেতেটে ক্রেধেতেটে তাগেতেটে | ক্রেধেতেটে ক্রেধেতেটে
×
২
ক্রেধেতেটে তাS,ক্রেধে | তেটেকতা গদিঘেনে ধাS,ক্রেধে তেটেকতা |
০
গদিঘেনে ধাS,ক্রেধে তেটেকতা গদিঘেনে | ধা
৩
×

॥ রেলা ॥

তবলা বাদনে যাঁহাদের হাত খুব তৈয়ারী তাঁহারা এক এক মাত্রার মধ্যে চারিটি বা আটটি বর্ণ দ্রুতগতিতে বাজাইয়া থাকেন এই প্রকার বোলকে রেলা বলা হয়। ইহাকে কায়দার এক প্রকার বলা যাইতে পারে। কায়দার প্রযুক্ত কিছু বর্ণসমষ্টির দ্বারা এই

Indian scanner app

বন্দিশ নির্মিত হয়। কায়দার বহুপ্রকার পাল্টা হইতে কোন একটি পাল্টাকে তৈয়ারীর সহিত চারগুণ বা আটগুণ লয়ে বাজান হয়। রেলাতে ধাত্তির, কিড়নগ, ধিরধির, খিড়নগ, কিটতা, তকত্তির ইত্যাদি বোলের প্রাধান্য দেখা যায়। ত্রিতালে একটি রেলার উদাহরণ—

ধাSতেরে কেটেধাS তেটেকতা গদিঘেনে | ধাSতেরে কেটেতাক
× ২

তাSতেরে কেটেতাক | তাSতেরে কেটেতাS তেটেকতা গদিঘেনে |
০

ধাSতেরে কেটেতাক তাSতেরে কেটেতাক |
৩

॥ পরণ ॥

গম্ভীর ও জোরদার বর্ণসমষ্ঠি দ্বারা দুই, তিন বা ততোধিক আবর্তনে নির্মিত বন্দিশকে পরণ বলা হয়। সাধারণতঃ পাখোয়াজে পরণের অধিক প্রয়োগ হইয়া থাকে। বর্তমানে তবলাতেও ইহার প্রয়োগ হইতেছে। পরণের বন্দিশ ধিটধিট, ক্রেধাত্তিট, ধাগেত্তিট, তাগেত্তিট, ধেৎধেৎ, তগেন্ন, ক্রেধান্ন ইত্যাদি বোর্ল দ্বারা নির্মিত হয়। পূরব বাজের পাখোয়াজী ও তবলিয়াগণ বিশেষ করিয়া স্বতন্ত্র বাদনে পরণেঁর অধিক প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পরণ প্রধানতঃ চারি প্রকারের। যথা ঃ তাল পরণ, বোল পরণ, গৎ পরণ, সাথ পরণ। ত্রিতালের একটি পরণ এইরূপ—

ধেটেধেটে ধাগেতেটে ক্রেধেতেটে গদিঘেনে | নাগতেটে কতাকতা
× ২

নাগতেটে কতাকতা | গদিঘেনে নাগতেটে কেটেধেৎ ধেৎধেৎ |
০

দিংনাগ তেটেকতা গদিঘেনে ধাSনাগ | তেটেকতা গদিঘেনে ধাS,
৩ ×

দিংনাগ | তেটেকতা গদিঘেনে ধাSনাগ তেটেকতা | গদিঘেনে ধাS,
২ ০

দিংনাগ তেটেকতা | গদিঘেনে ধাSনাগ তেটেকতা গদিঘেনে | ধা
৩ ×

 Indian scanner app

বাদ্যের সংজ্ঞায় শার্ঙ্গদেব বলিয়াছেন—"এতদ্ হস্ত সমাযোগাদ্বাদনং বাদ্যম্ উচ্যতে।" হাতের সহযোগে যাহা বাজান হয় তাহাকে বাদ্য বলা হয়। "সঙ্গীত রত্নাকর" বাদ্যযন্ত্রগুলিকে চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—"**ততং সুষিরংশ্চাবনদ্ধং ঘনমিতি স্মৃতম্। চতুর্ধা তত্র॥**" বাদ্যযন্ত্র তত, সুষির, অবনদ্ধ এবং ঘন এই চারি প্রকার হয়।

১। **ততবাদ্য :** তাঁত অথবা তারে আঘাত করিয়া এই সকল যন্ত্রে স্বর উৎপাদন করা হয়। বীণা, রবাব, তানপুরা, সেতার, সরোদ, বেহালা, এসরাজ, সারেঙ্গী, একতারা, দোতারা ইত্যাদি এই শ্রেণীর যন্ত্র। ততবাদ্য আবার তিন প্রকার—

[ক] যে সকল যন্ত্রের তারে অঙ্গুলি দ্বারা আঘাত করিয়া স্বর উৎপন্ন করা হয়। যেমন—তানপুরা, একতারা ইত্যাদি।

[খ] যেগুলি মিজ্‌রাব, জবা প্রভৃতি ধাতু বা তার নির্মিত কোন বস্তুর সাহায্যে স্বর উৎপন্ন করা হয়। যেমন—বীণা, সেতার, সরোদ ইত্যাদি।

[গ] যে সকল যন্ত্রের তারে বা তাঁতে গজ বা ছড় টানিয়া স্বর উৎপন্ন করা হয়। যেমন—এসরাজ, বেহালা, সারেঙ্গী, দিলরুবা ইত্যাদি। অনেকে এই প্রকার বাদ্যকে 'বিতত্' বাদ্য নামে এক পৃথক শ্রেণীভুক্ত করেন।

২। **সুষির বাদ্য :** বায়ুর সাহায্যে যে সকল যন্ত্রের স্বর উৎপন্ন করা হয়। যেমন—বাঁশী, হারমোনিয়ম, শঙ্খ, সানাই, শিঙ্গা, ফ্লুট ইত্যাদি। এই প্রকার বাদ্যযন্ত্র আবার দুই শ্রেণীর।

[ক] যেগুলিতে রীড্ (ধাতু নির্মিত পাত) বা পাল্কির সাহায্যে স্বর উৎপাদন করা হয়। যেমন—হারমোনিয়ম।

[খ] যেগুলিতে ফুৎকার দ্বারা ছিদ্রপথে স্বর বিনির্গত করা হয়। যেমন—বাঁশী, শঙ্খ, সানাই ইত্যাদি।

৩। **অবনদ্ধ বাদ্য :** এই প্রকার বাদ্য কাষ্ঠ অথবা ধাতু কিংবা মৃত্তিকা কোন আধারে চামড়া লাগাইয়া প্রস্তুত করা হয় এবং ঐ চামড়ার উপর হাত বা কাষ্ঠের দণ্ড দ্বারা আঘাত করিয়া ধ্বনি উৎপন্ন করা হয়। সঙ্গীতের তাল রক্ষা করিবার জন্য

Indian scanner app

সাধারণতঃ এই প্রকার বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। মৃদঙ্গ, তবলা, খোল, ঢাক, ঢোল, ডমরু, কাড়া, নাকাড়া ইত্যাদি এই শ্রেণীর যন্ত্র।

৪। **ঘনবাদ্য ঃ** এই প্রকার বাদ্যে কোন ধাতুর উপর বা অন্য কোন বস্তুর উপর ধাতু বা কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা আঘাত করিয়া স্বর উৎপন্ন করা হয়। যেমন—মঞ্জীরা, মন্দিরা, কাঁসর, ঝাঁঝ, করতাল, জলতরঙ্গ ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

ভারতবর্ষে প্রচলিত অবনদ্ধ বা আনদ্ধ শ্রেণীর বাদ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হইল ডম্বরু বা ডমরু। কথিত আছে তাণ্ডব নৃত্য করিবার সময় মহাদেব ডমরু বাজাইতেন। ডমরু হস্তে নৃত্যরত মহাদেব এবং মৃদঙ্গবাদনরত সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্তি ভারতবর্ষে সুপরিচিত। তত্ বাদ্যেব মধ্যে বীণা সুপ্রাচীন। দেবী সরস্বতী হইলেন বীণাপাণি। সুষির বাদ্যের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মুরলী সর্বজন পরিচিত।

Indian scanner app